Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯



# প্রথম আলো

প্রথম আলোর নিউজ এলার্ট পেতে চান?

বাংলাদেশ

ঢাবিতে সেমিনারে বক্তারা

## জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল অনিবার্য এক রাজনৈতিক বিস্ফোরণ

**প্রতিবেদক** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ: ০৪ জুলাই ২০২৫, ০০: ০৪

'বিদ্রোহ থেকে বিনির্মাণের এক বছর: জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা ও আমাদের দায়' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে, ৩ জুলাই ২০২৫ ছবি: প্রথম আলো

২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে প্রায় দেড় দশকের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটে। এটি শুধু একটি সরকারের পতনের বার্ষিকী নয়, বরং একটি জাতির গণতান্ত্রিক চেতনার পুনর্জাগরণের স্মরণীয় দিন। এ গণ-অভ্যুত্থান ছিল সময়ের দাবি ও অনিবার্য এক রাজনৈতিক বিস্ফোরণ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বিদ্রোহ থেকে বিনির্মাণের এক বছর: জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা ও আমাদের দায়' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আয়োজনে ঐতিহাসিক জুলাই মাসের চেতনা ধারণ ও উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজের প্রথম আয়োজন ছিল এটা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'এই দেশের ছাত্র-জনতা ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। অনেকে নিহত ও আহত হয়েছেন। এ আন্দোলনের সময় আমরা জানতাম না ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন হবে কি না।'

নিয়াজ আহমদ খান আরও বলেন, দেশে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের বিষয়টি একাডেমিকভাবে আলোচনা করা জরুরি। এ জন্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ... টি সরকারের পতনের
বার্ষিকী নয়, বরং একটি জ ... ইতিহাসে জনগণ বারবার
সাহস, ঐক্য ও গণতান্ত্রিক ... অভ্যুত্থান—এই
ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার

প্রথম আলোর নিউজ এলার্ট পেতে চান?

হ্যাঁ না

গণ-অভ্যুত্থানকে 'অনিবার্য রাজনৈতিক বিস্ফোরণ' অভিহিত করে কাজী মারুফুল ইসলাম বলেন, 'বিগত ফ্যাসিবাদী সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে কর্তৃত্ববাদী শাসন চালিয়েছে। জুলাইয়ের গণজোয়ার ছিল এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। এ অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক রূপান্তরের উদাহরণ হয়ে থাকবে। যুব নেতৃত্ব ছিল এ আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক তৈয়েবুর রহমান। সেমিনার সঞ্চালনা করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো

# Bangla Vision

## ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের সাক্ষাৎ

অনলাইন ডেস্ক | প্রকাশিত: ১৯:৫৪, ৩ জুলাই ২০২৫

ফন্ট সাইজ - ডি +

**ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর লি শাওপেং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।**

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়াং হুই এবং ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত আরও যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা হয়। চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

## আলোকিত বাংলাদেশ

### ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ঢাবির পাঁচ শিক্ষার্থী

**আলোকিত ডেস্ক :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পাঁচজন মেধাবী শিক্ষার্থী 'সুরুচী বালা পাল ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল বৃহস্পতিবার উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন সভা কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা ড. তাপস চন্দ্র পাল উপস্থিত ছিলেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. ইব্রাহিম সোহেল (ম্যানেজমেন্ট), তন্ময় হোসেন সিয়াম (অর্থনীতি), মো. শাহরিয়ার আলম ইমন (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি), স্টালিন চাকমা (ফার্মেসি) এবং মেহেদি হাসান (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং)।-সূত্রঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'সুরুচী বালা পাল ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল বৃহস্পতিবার ভিসি অফিস সংলগ্ন সভা কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

04 july 2025

## বিএসএস নিউজ

# ঢাবিতে আন্তঃহল সাঁতার ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা শুরু

০৩ জুলাই ২০২৫, ২১:৪১ | বাসস

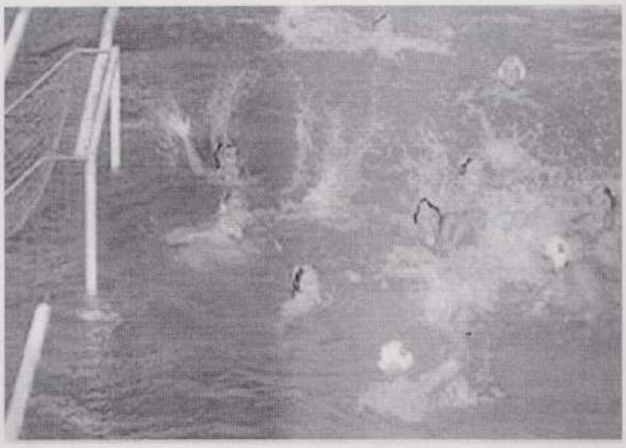

ঢাকা, ৩ জুলাই ২০২৫ (বাসস): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ২ দিনব্যাপী আন্তঃহল সাঁতার ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা আজ শুরু হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিংপুলে এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার ও ওয়াটারপোলো কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সুইমিংপুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং উপাচার্যের সহধর্মিণী মুশতারী বেগম খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট ও শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

04 july 2025

## কালের কণ্ঠ

# ডাকসু নির্বাচনে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু

মানজুর হোছাঈন মাহি ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ২০২৫ আয়োজনের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আবাসিক হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্নসহ তাঁদের পরিচয়পত্র নবায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ২৫ জুন ডাকসু নির্বাচন কমিশনের প্রধান রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল ও হোস্টেলের প্রাধ্যক্ষ ও ওয়ার্ডেনকে শিক্ষার্থীদের ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্নসহ পরিচয়পত্র হালনাগাদ করতে চিঠি দেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, 'শিগগির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন উপলক্ষে যেসব শিক্ষার্থী এখনো ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি তাঁদের ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্নসহ সব শিক্ষার্থীকে তাঁদের আইডি কার্ড হালনাগাদ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।'

সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর প্রশাসন শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র নবায়ন করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। গত ২ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'শিগগির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন উপলক্ষে হলের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ হল আইডি কার্ড নবায়ন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের হল আইডি কার্ড নেওয়ার জন্য বিভাগ থেকে শ্রেণি রোল নম্বর পাওয়ামাত্র হল ফি প্রদানের রশিদ ও মিনি স্ট্যাম্প সাইজের এক কপি ছবিসহ হল অফিসে যোগাযোগ করার জন্য বলা যাচ্ছে।'

> পরিচয়পত্র নবায়ন করার কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলে নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রয়োজন। সেটি তখন আমরা অটোমেটিক পেয়ে যাব
>
> মো. ফারুক শাহ
> প্রাধ্যক্ষ, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল

এ বিষয়ে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ ড. মো. ফারুক শাহ বলেন, 'ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে হলে আবাসিক, অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা তাঁদের পরিচয়পত্র নবায়ন করবেন। নবীন শিক্ষার্থীরাও তাঁদের পরিচয়পত্র পাবেন। নির্বাচনের জন্য আমাদের দরকার সবার আইডি কার্ড থাকা এবং পরিচয়পত্র নবায়ন করে থাকা। পরিচয়পত্র নবায়ন করার কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রয়োজন। সেটি তখন আমরা অটোমেটিক পেয়ে যাব। তখন সেটি আমরা খসড়া একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত করব। এরপর যখন নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করবে, তখন আমরা এই ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেব।'

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে ডাকসু নির্বাচন কমিশনকে একটি খসড়া নির্বাচন তফসিল জমা দেওয়া হয়েছে। সেই খসড়া তফসিল অনুযায়ী তফসিল ঘোষণার প্রথম ৯ দিনের মধ্যেই ডাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯



## বিএসএস নিউজ

# ডাকসু নির্বাচন নিয়ে অংশীজনদের সুপারিশ পর্যালোচনা

০৩ জুলাই ২০২৫, ২১:০০ | বাসস

ছবি : সংগৃহীত

ঢাকা, ৩ জুলাই, ২০২৫ (বাসস) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে গঠিত রিটার্নিং কর্মকর্তাদের একটি বৈঠক আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন চীফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ জসীম উদ্দিন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মহিউদ্দিন, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা, শহীদুল জাহীদ, ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা,বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর।

বৈঠকে রিটার্নিং কর্মকর্তারা ডাকসু নির্বাচনের প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে পাওয়া মতামত ও সুপারিশ পর্যালোচনা করেন। এসব পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর (বাংলা বিভাগ) এবং সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট)।

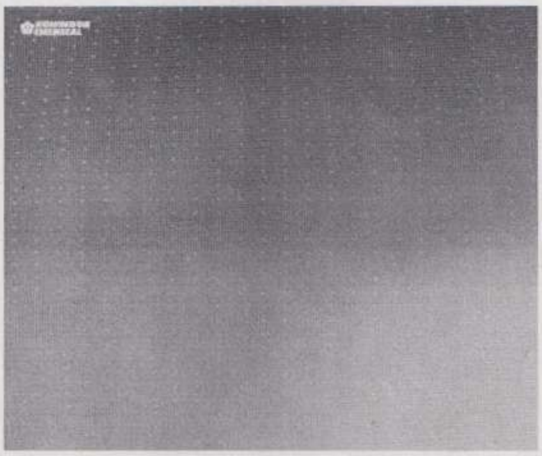

বৈঠকে রিটার্নিং কর্মকর্তারা ডাকসু নির্বাচনের প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জন্য বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে পাওয়া মতামত ও সুপারিশ পর্যালোচনা করেন। এসব পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

# The Daily Sun

BASHUNDHARA SHUVOSANGHO

## View exchange meeting held at Dhaka University

**Daily Sun Report,** *Dhaka*

**Bashundhara** Shuvosangho has held a view exchange meeting at Dhaka University (DU).

Held on Thursday, the event also included an introduction session for the newly formed convening committee on the campus.

Participants discussed providing free guidelines to students seeking university admission.

Shuvosangho DU unit Convener Md Aminur Rahman, Member Secretary Ruhani Khatun and members Nasifur Rahman, Abdul Momin, Shirin Akhter, Priya Akhter, and about 300 well-wishers of Shuvosangho took part in the programme.

Shuvosangho central committee Vice President Shamim Al Mamun, Publication Secretary Shah Mohammad Hasibur Rahman and representatives Tahmid Arefin Sajid, Mehedi Hasan, Shakil Hasan, Ali Azgar, Rabbi Hasan, Azizul Hakim Jewel Mia, Hanif Ali, Farhad Hossain, Ashraf Hossain Riyad Hossain, Shirin Akhter, Nusrat Oishi Ritu, Sharmin Akhter, Atri Bhattacharya Hiya, Rima Akhter and Sharifa Akhter were present.

DU unit Convenor M Aminur Rahman said, "Our main goal is to stand by the underprivileged people of the society and extend a helping hand to the students."

"We have taken an important decision from this exchange meeting, which will be very fruitful for thousands of students dreaming of higher education. The process of admission to the university after the HSC examination is a challenging time for students," he added.

Bashundhara Shuvosangho DU branch members Faiza Tarin, Mosharraf Hossain, Habibur Rahman, Sufi, Johnny Som, Ashikur Rahman, Rafi, Murad, Ripon, Aritra, Habibullah Rahman, Takdimul Hasan and Bashundhara Shuvosangho Government College of Applied Human Science branch President Muslimena Sultana and General Secretary Labanya Mallick were also present at the meeting.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

04 july 2025

## সংগ্রাম

# বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দেওয়ালে দৃশ্যমান গ্রাফিতিতে ফুটে উঠেছে জুলাই অভ্যুত্থানের উত্তাল সময়ের চিত্র -শেখ মামুন

মনোয়ার হোসেন

শহর ঢাকার দেওয়ালগুলোয় এখনো সেঁটে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন নানা গ্রাফিতি। রাজধানীর নানা প্রান্তের দেওয়ালে চোখ ফেললেই ধরা দেবে দেওয়ালে আঁকা ছবি থেকে দেওয়াল লিখন। আর এসব গ্রাফিতির মাঝে মিশে আছে দ্রোহের উত্তাপ থেকে স্বপ্নের স্বদেশ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা। কোনোটি আবার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার বারতা দেয়। ভয়কে জয় করে শৃঙ্খল ভেঙে দুঃশাসন থেকে মুক্তির ইশারা দেয়। আর সেই দেওয়ালচিত্রগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বছর ঘুরে আবার এসেছে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মাস জুলাই।

গত বছর জুলাই অভ্যুত্থান চলাকালে প্রতিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত স্রোতধারায় চিত্রিত হয়েছিল এসব গ্রাফিতি। রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক, খুঁটি ও দেওয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা দেওয়ালচিত্রসমূহ সরকার পতনের শিল্পিত হাতিয়াররূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার নজর পড়ে পুরান ঢাকার কেএম দাস লেনের একটি বাড়ির দেওয়ালে। লাল, নীল, সবুজ, কালোসহ নানা রঙের আঁচড়ে দেওয়ালটি রূপ নিয়েছে ভাসমান ক্যানভাসে। কংক্রিটের সেই চিত্রপটে সূর্যের ভেতর থেকে দৃশ্যমান হয়েছে বাংলাদেশের পতাকায় আবৃত একটি মুষ্টিবদ্ধ হাত। ওই হাতের এক পাশে যুক্ত হয়েছে মসজিদ এবং অপর পাশে মন্দিরের ছবি। ওপরের অংশে লেখা 'ধর্ম যার যার, দেশ সবার' বাক্যটিতে মূর্ত হয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা।

অভ্যুত্থানকালে চিত্রিত গ্রাফিতির সন্ধানে পুরান ঢাকা পেরিয়ে ঢুঁ দেই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনায়। শাহবাগ থেকে শহীদ মিনার হয়ে ফুলার রোডের বিস্তৃত পরিসরজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র গ্রাফিতি। চলতি পথের পথিকদের কেউ কেউ দেওয়ালে উৎকীর্ণ ছবি বা লেখা দেখে স্মরণ করছেন আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ সময়কে। তেমনই এক গ্রাফিতিতে রিক্সার পাদানিতে সটানভাবে ঝুলে আছে পুলিশের গুলিতে আহত এক শিক্ষার্থী। মাথায় পতাকা বাঁধা ওই শিক্ষার্থীর পা জোড়ার ঠাঁই পাদানিতে, ঝুলে পড়েছে সড়কের পানে। রিক্সাচালক সজোরে প্যাডেল চালিয়ে আহত শিক্ষার্থীকে নিয়ে ছুটেছে কোনো হাসপাতাল কিংবা নিরাপদ

(১৫ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

## বায়ান্ন বাজার

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

আশ্রয়ের সন্ধানে। টিএসসির পেছনের কালো রঙের দেওয়ালে মিছিলের দৃশ্যকল্পের সঙ্গে লাল রঙের আভায় চমৎকারভাবে লেখা হয়েছে '৩৬শে জুলাই' শব্দটি। ফুলার রোডের একটি দেওয়ালে পুলিশি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে জ্বলে তিন সংগ্রামী নারীর দেখা মেলে। আত্মরক্ষায় তারা হাতে তুলে নিয়েছে দা-বঁটি। প্রতিরোধের প্রতিচ্ছবিময় সেই দৃশ্যের নিচে লেখা 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা'।

পাশের দেওয়ালচিত্রে রাজু ভাস্কর্যকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছে খণ্ডখণ্ড দৃশ্যকল্প। আন্দোলনে সরকারি পেটোয়া বাহিনীর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যেন লজ্জায় লাল কাপড়ে ঢেকে গেছে ভাস্কর্যের অবয়বসমূহের চোখগুলো। এর মধ্যে একটি অবয়বের হাতে ঝুলছে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার আগে মীর মুগ্ধর বলা হৃদয়ে হাহাকার তোলা সেই বাক্যটি 'পানি লাগবে পানি?'

একটি দৃশ্যে হামলায় আহত এক ছাত্রীকে কোলে তুলে নিয়ে নিরাপদ গন্তব্যে ছুটছে এক ছাত্র। ওই ছাত্রের মাথার ওপর দিয়ে উড়ছে শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তির পথ দেখানো একজোড়া পায়রা। একটি দেওয়ালচিত্রে মেলে ধরা হয়েছে শহীদ আবু সাঈদের বোনের বেদনার্ত উক্তি। টেলিভিনের মাইক্রোফোনের সামনে আবু সাঈদের বোন বলছে, 'আমার ভাইয়ের একটা হাত ভইঙ্গে ফালাইতো, একটা পা ভাইঙ্গে ফালাইতো, চারটে গুলি মারলো কেন?'

এসব দেওয়ালচিত্রের মাঝে নজর কেড়ে নেয় একটি দেওয়ালচিত্র। লাল-সবুজ ও কালো হরফে সেখানে লেখা 'স্বৈরাচারের রাইফেলের সামনে বুক প্রশস্ত করে দাঁড়িয়ে থাকা আবু সাঈদরাই বাংলাদেশ।'

এসব দেখতে দেখতে চোখ চলে যায় সাদা-কালো রঙের আঁচড়ে উদ্ভাসিত একটি দেওয়ালচিত্রে। অর্থবহ ওই গ্রাফিতিতে খাঁচা থেকে বেরিয়ে অসীম অন্তরীক্ষের পানে উড়াল দিচ্ছে একটি পাখি। এই ছবির পাশেই লেখা 'রিবার্থ থার্টিসিক্স জুলাই'।

এভাবেই শহরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অগণন গ্রাফিতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে জুলাই অভ্যুত্থানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মাঝেও পুনরায় সামনে আসছে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষার কথা। পুনরায় মনে করিয়ে দিচ্ছে সকল অন্যায় ও অসাম্য দূর করে বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গড়ার অঙ্গীকার। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভেদ পেরিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার কথা।